একটি প্রেমের কবিতা

জাহাঙ্গীর হোসাইন বাবলু

একটি স্বচ্ছ মুখচ্ছবি বারবার ভেসে ওঠে।
আয়নার প্রতিবিম্বে ছবি প্রতিচ্ছবিতে
আনন্দ আবেগ হৈ-চৈ কলকাকলিতে মিশে যাওয়া
একটি মুখ, একটি মুখায়াবব এখনো কাদঁতে, হাসতে দেখি
একা একা আমার জন্য কতকিছু ভাবতে দেখি।
আসলে যা দেখি তা হলো অন্যের বুকে মাথা রেখে
ভালবাসার তৃপ্তিটুকু নিজের করে পাওয়ার মত দৃশ্য।
আসলে কোন কিছুই দেখি না, কেবলি স্বপ্ন দেখি
কল্পনার সুবিশাল পর্দায় দেখি, আমার জন্য প্রতিক্ষমান।
বুকের মধ্যে বইয়ের স্তুপ দাড়িয়ে থাকা এক মেয়ে
কথা বলতেই ছিটকে উঠা রাগান্বিত শব্দগুলি কানে বাজে
খুব ভালোবাসায় পিছন থেকে কোমল হাতে নজর বন্ধি।
ধরতে গেলে শিশুর মত খিলখিলিয়ে হেসে উঠার দৃশ্য সকল
রেগে গেলে পেছন থেকে ঝাপটে ধরে, ঘুরে সামনে এসে
দুদিকে দু হাত ছড়িয়ে পথরোধ আর দু'চোখে জল ছল ছল।
সে যে মধুমাখা দৃশ্য সকল প্রেমিক জানে আমার মত।
বুকের মধ্যে টেনে এনে অগনিত উষ্ণ চুমোর আদর
সে কি যে অনুভুতি,আহ্ কি যে তৃপ্তি এখনো জাগে মনের মাঝে
তপ্ত নিঃশ্বাস, আধো কন্ঠে সুধায় কানে, এবার কিন্তু জলদি এসো
আমি আর পারবনা একা থাকতে, তুমি জলদি এসো।
সিনেমার পর্দায় যুগল প্রেমের দৃশ্য দেখে কাঁধে মাথা রাখা
সরু নখের চিমটি কাটা, কাঁধের সাথে বুকের মিলন মনে হলে
এখনো যে মধ্যে রাতে চমকে উঠি, লিপিষ্টিকের ঘ্রান লাগে।
প্রেমের মাঝে মনের যাদু ভালবাসা অলৌকিক এক মিষ্টি মধু
বুঝেছিলাম প্রেম সাগরে ডুব দিয়ে আর সাতাঁর কেটে
পুষ্ট ওষ্ঠ, গোলাপ পাপড়ি, মিষ্টি হাসি দেখলে এখন কষ্ট লাগে
বুকের মধ্যে এখনো সেই মাতাল কালবৈশাখীর বাতাস লাগে।
আজকে থেকে কয়েক বছর আগের কথা শেষ দেখাতে বলেছিল
পাশের সিটের এক রমণী মায়ায় কোমল আবেগী চোখে
ফ্যালফেলিয়ে দৃষ্টি দিয়ে, ওড়নায় ঢাকা মুখখানি তার নাঙ্গা করে
-আপনি কি সেই .....?
হঠাৎ কেন চমকে গেলাম, মেকি হেসে অবশেষে বললাম আমি
-জ্বি আমাকে........?
- হ্যা তোমাকে, কবিতার কবিকে। বলতো তোমার কবিতায় এতো বিদ্রোহ কেন?
প্রেম কি সব ধুয়ে মুছে ফেলেছ, প্রেম কি তোমার কোথাও নেই ?
নির্বাক তাকিয়ে থেকে বললাম - প্রে ম ! হ্যাঁ প্রে ম
-আগামী গ্রন্থে না হয় আর একটি প্রেমের কবিতা লিখ আমার জন্যে

মনে ভাবি কি লিখব? কবিতার শষ্য পাব কোথায়?
আমার প্রেমতো এখন রাত জাগা, স্মৃতির কথা ভেবে কাঁদা
আমার প্রেমতো এখন তুলি-রঙ, সাইন বোর্ড, ক্যানভাস, শিপ্মেন্ট,
রাজপথে মিছিলে বিপ্লবে মঞ্চে কবিতার আসরে
তবুও কথা দিলাম তোমার জন্যে একটি কবিতা লিখবই আমি।

অন্যরকম সংস্কার স্বপ্ন
জাহাঙ্গীর হোসাইন বাবলু
অনেকের মত করে নয় কোন কিছু চাওয়া পাওয়া
চাই ঠিক আমার মত করে সংস্কার অন্যরকম
আমার প্রতিটি ভাল কর্মের বিপরীতে আরও ভাল
দক্ষতার প্রতিযোগীতায়, প্রতিদ্বন্ধীতায় যাও এগিয়ে, যাও
প্রয়োজনে ঢাক-ঢোল পিটিয়ে হৈ চৈ করে মেতে ওঠো
ভালোর চেয়ে আরও ভালোর সংস্করণ করো
কাপুরুষের মত বসে থেকে নয়, বীরের মত
ঝাপিয়ে পড়ো প্রয়োজনে লুটিয়ে পড়ো চার হাত পায়ে
তবুও বন্ধু আরও একটু ভালো কিছু করো
তুমি বানভাসী মানুষ কিংবা কোন প্রাণির
বেঁচে থাকার যুদ্ধ দেখনি, বিপ্লব পরবর্তি বিপ্লব দেখনি?
জানি অবশ্যই দেখেছ হয়ত তা থেকে শেখনি কোনো কিছু
একটু মনে করে দেখ, ওদের নিয়ে ভাব, অগ্রসর হও
দেখবে আমার ভালো কর্মগুলিও ফু দিয়ে
উড়িয়ে দিতে পারবে ঝড়ো হাওয়ায় শুকনো পাতার মতো
আর তখনি আমার স্বপ্ন বাস্তবায়িত হবে বন্ধু
তোমাদের কৃতকর্মের প্রতিযোগীতাময় সংস্কারের মাঝে
আমার আনন্দ ভেবে হিংসা করোনা কভু
হাল ছেড়ে দিওনা মোটেও, তোমার কর্ম সে তোমারই থাকবে
শুধু স্বপ্নটাই আমার, তবুও মানুষ উপকৃত হোক
প্রতিষ্ঠা হোক আদর্শ আর সৃষ্টিশীলতার মর্যাদা।

সংস্কার চাই, দলভাঙ্গা অতি বিপ্লবীদের মতো নয়
সংস্কার চাই, লাল আগুনে ঘরপোড়া প্রাণীর মতো নয়
সংস্কার চাই, সুশোভিত, সুললিত, সুঘ্রাণে, প্রতিপ্রানে
সংস্কার চাই, প্রতিক্ষনে প্রতিদ্বন্ধীতায় প্রতীয়মান প্রয়োজনে
সংস্কার চাই, প্রতিহিংসার নীলআগুনে পোড়া তিক্ততায় নয়
প্রেম আর ভ্রাতৃত্ববন্ধনের আলোকিত প্রাণে মানুষে মানুষে।
জানোতো বন্ধু প্রতিহিংসা মানুষের অনুর্বর হৃদয়ের ফসল আর
শিল্প সাহিত্য প্রেম হৃদয়ের উর্বর কোমল মাটিতেই জম্ম।
এখন বলো তুমি কি প্রস্তুত, আমার স্বপ্ন বাস্তবায়নে?
তুমি এখনও কার অপেক্ষায় বসে আছ? আহ্ শুরু করো

জানি শুরু করবেই অল্প ক’দিনে মানুষ তা দেখতে পাবে।

কি নাম দেব তার
জাহাঙ্গীর হোসাইন বাবলু
বিজয়ের কথা শুনলে হৃদয়টা শীতল হয়ে যায়
শীতের কুয়াশার শিশিরে ভিজে উঠে মন
বিপরীতে আঁতকে উঠি কখনও কখনও
যখন মনে পড়ে সাতচল্লিশের কথা
ব্রিটিশ বিরোধি আন্দোলনের কথা, খুদিরামের কথা
শ্লোগানে শ্লোগানে মুখরিত ‘ইনকিলাব জিন্দাবাদ’
যখন মনে পড়ে ‘লড়কে লেঙ্গে পাকিস্তান’
যখন মনে পড়ে অধিকার গর্জন ‘বন্দে মাহতারাম’
কিন্তু, কিন্তু কি লাভ হলো তাতে?
আমার ভাষা আমাকে রক্ষায় রাজপথ লাল হলো
আমার দুঃখিনি বর্ণমালারা আমাকে ছেড়ে যায়নি
বিনিময়ে বেশ ক’টি তাজা প্রাণের আত্মাহুতি
কি পেল তার বিনিময়ে? আতœের শান্তি, শান্তি আর স্বীকৃতি
আমার নেতাকে ষড়যন্ত্রের জালে ফাঁসির জন্য প্রস্তুত করা হলো
আমার নির্বাচিত অধিকার থেকে বঞ্চিত করার চেষ্টা করা হলো
পূনর্বার নেতাকে গ্রেপ্তার শেষে ফাঁসির চেষ্টা করা হলো
যদিও নিরস্ত্র তবুও আমরাতো বসে থাকিনি
মুক্তিকে আমার করতে পেরেছিলাম সেদিন
কিন্তু কি লাভ হলো তাতে?
আমার পিতাকে তো রক্ষা করতে পারিনি
রক্ষা করতে পারিনি দেশ আর মুক্তির মর্যাদা।
পাকি’দের অবশিষ্ট শেকড় থেকে এখনো অঙ্কুরিত হয় প্রতিনিয়ত
নতুন নতুন পাকি বিষ বৃক্ষের ডালপালা, নব্য রাজাকার।
আমিতো শত্র“র সাথে সংসার করতে চাইনি
আমিতো যুদ্ধাপরাধী নামক পতিতার সাথে সহবাস করতে চাইনি
আমিতো বাংলার নব্য নাতশীদের সাথে চলব বলে ভাবিনি কখনও
যখন ওরা আমার শান্তির দিকে বেঁকে বসেছে তিক্ষè দৃষ্টি ক্ষেপনে
ঠিক তখনই আমার মুক্তির শুভাগমন বার্তা শুনতে পাই
কিন্তু বড্ড ভয় হয়, ভয় ভয় ভয় সেই পুরোনো ভয়
লর্ড, আইয়ুব, ইয়াহিয়া, মির্জা, ভুট্টোদের কুসন্তানদের জন্যে
ওরা যদি আমার শিশু মুক্তিকে ফের অপহরণ করে নিয়ে যায়
অশূর, রাবনের ষড়যন্ত্রে মুক্তির স্বপ্নকে যদি লুট করে নিয়ে যায়
ওরা যদি আমার মুক্তিকে নিশ্চিহ্ন করে দিতে চায় ধুলোর মাঝে!
তোমরা সকলি আমন্ত্রিত আমার নবজাতকের আগমনে
তোমরা যারা আছো এক একটি নাম ঠিক করে রেখো

তোমাদের সিদ্ধান্তের নামটি দেব আমি
কার্তিক, শেরই আলী, নাকি রাম?
যদি কন্যা হয় তবে কি নাম দেব তার ?
ফাতেমা, লক্ষ্মী, দূর্গা, কালী, স্বরস্বতী?
তবে আমি কিন্তু একটি নাম ঠিক করে রেখেছি ‘মুক্তি’।